৪ পররাষ্ট্র নীতি
[Foreign Policy]

আধুনিক বিশ্বে কোন রাষ্ট্রই এককভাবে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে না। প্রতিটি রাষ্ট্রই পারস্পরিক নির্ভরশীলতার দ্বারা আবদ্ধ। এই কারণেই প্রতিটি রাষ্ট্রকে অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে সু-সম্পর্ক স্থাপন করতে হয়। আন্তর্জাতিক সমাজের সদস্যরূপে রাষ্ট্রসমূহের সম্পর্ক পররাষ্ট্র নীতির মাধ্যমে নির্ধারিত এবং নিয়ন্ত্রিত হয়। পররাষ্ট্র নীতির মাধ্যমেই কোন রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক সমাজের ঘটনা ও সমস্যা সম্পর্কে নিজের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে ও নিজের আন্তর্জাতিক আচরণের বৈধতা প্রতিষ্ঠা করে।

আন্তর্জাতিক পটভূমি অতি দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। ঠাণ্ডা যুদ্ধ ও দ্বি-মেরুপ্রবণতার অবসান, আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় এক মেরুপ্রবণতার উদ্ভব নতুন পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। তাছাড়া ইতিপূর্বে আণবিক মারণাস্ত্রের প্রসার, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামরিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আন্তঃরাষ্ট্রীয় নির্ভরশীলতাকে ব্যাপকতর করেছে। প্রতিটি রাষ্ট্রই নিজের জাতীয় নীতি, লক্ষ্য এবং স্বার্থ বাস্তবায়নের জন্য সচেষ্ট থাকে। পররাষ্ট্র নীতি হোল ঐ নীতি, লক্ষ্য এবং স্বার্থ বাস্তবায়নের একটি বিশেষ পদ্ধতিগত মাধ্যম।

হলস্টির মতে, আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার ক্ষমতা বন্টন, তার আলোচ্যসূচী এবং প্রচলিত নিয়মাবলীর মাধ্যমে রাষ্ট্রসমূহের লক্ষ্য, আশা-আকাঙ্ক্ষা, প্রয়োজন, দৃষ্টিভঙ্গি, পছন্দের সুযোগ প্রভাবিত হয়।[১] বস্তুতপক্ষে, পররাষ্ট্র নীতির মাধ্যমেই রাষ্ট্রীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা ও নীতি প্রকাশিত হয়। পররাষ্ট্র নীতির মাধ্যমে প্রতিটি রাষ্ট্র তার আন্তর্জাতিক আচরণ নির্ধারণ এবং তার সমর্থন সংগ্রহ ও বৈধকরণের চেষ্টা করে।

আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা সকল রাষ্ট্রের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে গতিশীলতা বজায় রাখে। সহযোগিতা ও নির্ভরশীলতা, বিরোধ এবং প্রতিযোগিতা আন্তঃরাষ্ট্রীয় প্রতিক্রিয়া প্রকাশের প্রধান ধরন। কিন্তু পারস্পরিক নির্ভরশীলতাই হোল তাদের প্রতিক্রিয়ার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ধরন।

কিন্তু এই পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ও আদান-প্রদানের ব্যবস্থা কিভাবে কার্যকর হবে এবং কোন্ নীতির ভিত্তিতে এক রাষ্ট্রের সঙ্গে অন্য রাষ্ট্রের সম্পর্ক স্থাপিত হবে, বিভিন্ন দেশ সে বিষয়ে স্বতন্ত্রভাবে নীতি নির্ধারণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কিন্তু কোন দেশই নিজের খেয়াল-খুশি অনুযায়ী অন্য দেশের সঙ্গে সম্পর্ক নির্ধারণ করে না। স্বল্পকালীন এবং দীর্ঘকালীন লক্ষ্য ও নানা প্রকার চিন্তা-ভাবনার দ্বারা কোন দেশ অন্যান্য দেশের সঙ্গে সম্পর্ক নির্ধারণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। পররাষ্ট্র নীতির মাধ্যমেই এক দেশ অন্য দেশের সঙ্গে তার সম্পর্ক এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির সঙ্গে নিজের সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করে।

প্রত্যেক দেশের পররাষ্ট্র নীতির লক্ষ্য হোল নিজের প্রয়োজন এবং আকাঙ্ক্ষা পূরণ, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা এবং জাতীয় নীতি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। পররাষ্ট্র নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি, লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যের দ্বারা

পরিচালিত হয়। পররাষ্ট্র নীতি নির্ধারণের জন্য ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি ও সংস্থা জাতীয় মূল্যবোধ এবং স্বার্থ বিবেচনার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানের উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

পররাষ্ট্র নীতি কোন্ কোন্ উপাদানের দ্বারা প্রভাবিত, পররাষ্ট্র নীতির লক্ষ্য কি, পররাষ্ট্র নীতি প্রণয়নের প্রক্রিয়া, পররাষ্ট্র নীতি কিভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং কোন্ কোন্ হাতিয়ারের মাধ্যমে পররাষ্ট্র নীতি প্রয়োগ করা হয়, এই সব বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পররাষ্ট্র নীতি প্রণয়ন এবং প্রয়োগ রাষ্ট্রীয় আচরণের সর্বপ্রধান মাধ্যম। পররাষ্ট্র নীতির মাধ্যমে এক রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের সঙ্গে জড়িত হয়। এই সম্পর্ক নির্ধারণের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং ক্রিয়াকলাপ পরিচালনা করতে হয়।

১। পররাষ্ট্র নীতির সংজ্ঞা (Definition of Foreign Policy) ঃ

পররাষ্ট্র নীতি আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক এবং ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে জড়িত। বিস্তৃতভাবে বলতে গেলে অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে নিজের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জড়িত ক্রিয়াকলাপ এবং আচরণের ধরন নিয়েই পররাষ্ট্র নীতি গড়ে ওঠে। পররাষ্ট্র নীতি হোল নির্দিষ্ট আন্তঃরাষ্ট্রীয় কার্যক্রম অনুসরণের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া বিশেষ। পররাষ্ট্র নীতির মাধ্যমে যে কোন রাষ্ট্র আন্তঃরাষ্ট্র বিষয়ক কোন সিদ্ধান্তকে যুক্তিসহকারে ব্যাখ্যার চেষ্টা করে থাকে। পররাষ্ট্র নীতি হোল বাহ্যিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের যুক্তিযুক্ত সংবেদন বা প্রতিক্রিয়া। পররাষ্ট্র নীতিবিহীন রাষ্ট্রকে সমুদ্রে নাবিকহীন জাহাজের সঙ্গে তুলনা করা যায়। পররাষ্ট্র নীতির সঙ্গে নীতি-নির্ধারণ এবং ক্রিয়াকলাপ জড়িত। আন্তর্জাতিক সমাজে প্রতিটি রাষ্ট্রের ক্রিয়া-কলাপের রূপরেখাই হোল পবরাষ্ট্র নীতির প্রধান উপজীব্য। পররাষ্ট্র নীতির মাধ্যমেই কোন রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক পরিবেশে নিজের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে।

পররাষ্ট্র নীতিকে সংকীর্ণ এবং ব্যাপক অর্থে ব্যাখ্যা করা যায়। সেলেইচার (Schleicher)-এর মতে, ব্যাপক অর্থে পররাষ্ট্র নীতি বলতে বাহ্যিক পরিবেশ সম্পর্কে কোন রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য, পরিকল্পনা এবং ক্রিয়াকলাপকে বোঝায়।[২] অনেকে মনে করেন যে, প্রতিটি রাষ্ট্রের একটা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক, মতাদর্শগত অথবা সাংস্কৃতিক লক্ষ্য থাকে। এই কারণে পররাষ্ট্র নীতির (Foreign Policy) পরিবর্তে পররাষ্ট্র নীতিসমূহের (Foreign Policies) ধারণাই ব্যক্ত করা উচিত।

লারচে এবং সৈদ-এর মতে, পররাষ্ট্র নীতি এবং পররাষ্ট্র নীতিসমূহের অর্থগত পাথ দূরীকরণের জন্য পররাষ্ট্র নীতি (Foreign Policy)-কে উদ্দেশ্য এবং পররাষ্ট্র নীতিসমূহকে (Foreign Policies) উদ্দেশ্যের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক বিষয়রূপে গণ্য করা যায়।[৩]

বিস্তৃতভাবে পররাষ্ট্র নীতির সংজ্ঞা নির্দেশের সময় তিনটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপিত হয় ঃ লক্ষ্য, নীতি-বিষয়ক পরিকল্পনা এবং বাহ্যিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণের জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা।

পররাষ্ট্র নীতির সংকীর্ণ ব্যাখ্যা কেবলমাত্র রাষ্ট্রীয় ক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত। সংকীর্ণ অর্থে পররাষ্ট্র নীতি বলতে রাষ্ট্রের এক্তিয়ার-বহির্ভূত মানবিক আচরণকে প্রভাবিত করার প্রক্রিয়াকে বোঝায়।

প্যাডেলফোর্ড ও লিঙ্কন (Padelford and Lincon)-এর মতে, যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কোন রাষ্ট্র তার ব্যাপক লক্ষ্য এবং স্বার্থকে সুনির্দিষ্ট ক্রিয়ায় পরিণত করে ও তার মাধ্যমে ঐ লক্ষ্য সাধন ও স্বার্থ সংরক্ষণের চেষ্টা করা, পররাষ্ট্র নীতি হোল ঐ প্রক্রিয়ার মুখ্য উপাদান।[৪]

চার্লস বার্টন মার্শাল (Charles Burton Marshall)-এর মতে, পররাষ্ট্র নীতি বলতে কোন রাষ্ট্রের লক্ষ্যের সমষ্টিকে বোঝায় না। পররাষ্ট্র নীতি বলতে রাষ্ট্র যে সকল ক্রিয়া-কলাপ সম্পাদন করছে অথবা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যা করতে চাইছে তাদের সমষ্টিকে বোঝায়।[৫]

পররাষ্ট্র নীতি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যে কোন রাষ্ট্রের ক্রিয়া-কলাপের সঙ্গে জড়িত। পররাষ্ট্র নীতির সঙ্গে দুটি উপাদান বিশেষভাবে জড়িত। **প্রথমত,** পররাষ্ট্র নীতি রাষ্ট্রের ভৌগোলিক এক্তিয়ার-বহির্ভূত ভূখণ্ড এবং সমস্যার সঙ্গে জড়িত। **দ্বিতীয়ত,** রাষ্ট্রের ক্রিয়া-কলাপের মাধ্যমেই পররাষ্ট্র নীতির উদ্ভব ঘটে।

যোশেফ ফ্রাঙ্কেলের মতে, পররাষ্ট্র নীতি বলতে সেই ধরনের সিদ্ধান্ত বা ক্রিয়াকলাপের সমষ্টিকে বোঝায় যা একাধিক রাষ্ট্রের সম্পর্কের সঙ্গে জড়িত।[৬] সি. ভি. ক্র্যাবে (C.V. Crabbe)-র মতে, পররাষ্ট্র নীতি দুটি উপাদান নিয়ে গঠিত ঃ জাতীয় লক্ষ্য (Goal) পূরণ এবং ঐ লক্ষ্য পূরণের মাধ্যম নির্ধারণ। তাঁর মতে, জাতীয় লক্ষ্য পূরণ এবং বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদের প্রতিক্রিয়া রাষ্ট্রীয় কৌশলের এক চিরন্তন বিষয়ে পরিণত হয়েছে।[৭]

হলস্টির মতে, পররাষ্ট্র নীতির ধারণা কোনক্রমেই স্পষ্ট নয়।[৮] এই কারণেই তিনি পররাষ্ট্র নীতিকে চারটি ভাগে বিভক্ত করেছেন ঃ (১) পররাষ্ট্র নীতি সম্পর্কে স্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি (Foreign Policy Orientation) ; (২) জাতীয় ভূমিকা (National roles) ; (৩) লক্ষ্য (Objectives) ; (৪) ক্রিয়া-কলাপ ও আচরণ (Actions and Behaviour)[৯]

পররাষ্ট্র নীতি বলতে আন্তর্জাতিক পরিবেশ সম্পর্কে কোন রাষ্ট্রের প্রতিক্রিয়া, বর্তমান ও প্রত্যাশিত সিদ্ধান্তের ক্রিয়া-কলাপের সমষ্টিকে বোঝায়। জাতীয় স্বার্থ, লক্ষ্য এবং লক্ষ্য পূরণের মাধ্যম পররাষ্ট্র নীতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।